অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর ?
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দুনয়ন; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ—আরক্ত এখন
ব্রিটিস-স্থুলভরাগে ; মুহুর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত ; চিন্তায় কুঞ্চিত ;
কখন করুণ রসে হতেছে আদ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—" হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যত মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণসমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নহি, ডুবিবে সকল,
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত ;
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, যাবে রসাতল ;
ব্রিটিস-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরুগুল্ম-হর্ম্ম্য সহিত শিখর।

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোনমতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিঃশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপহত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মির জাফরের মনে
থাকে,এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার;
যদি এই সন্ধি মির জাফরের সনে
হয় তুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে;
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।

এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে ?

২৬

" সুধু পরাজয় নহে ; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল ;
লভিয়াছি যবে এই মানব জীবন,
মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল।
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা,
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাসি-সিংহ উঠিবে গর্জ্জিয়া।

২৭

" কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !

অব্যর্থসন্ধানী সেই সৈনিকের করে ;
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

" সেই দিন প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুত বেগে দুর্গের ভিতরে ;
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসীগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্ষুব্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি।
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায়,
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়। "

২৯

" কিম্বা পঞ্চশত দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা রক্তে বিদ্যুত খেলায়—
'হোসনের' মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে ;
উন্মত্ত যবন সৈন্য করিয়া সহায়

পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সমরে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশ সহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিনে, ; তুলিনু বিমানে
ব্রিটিসের সিংহনাদ কাঁপায়ে ‘রাজায়’
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয়—আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

“অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিস-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে ; হেন উদ্দেশ্য যাহার,
তার কাছে কি অসাধ্য কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
“হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর”—
আমার অন্তর আত্মা কহিছে কেবল।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

“চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুতুলের প্রায়”——
বলিতে বলিতে বীর ত্যজিয়া আসন

ভ্রমিতে লাগিল দ্রুত নিরখি ধরায়।
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা তাড়িৎ পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু ; ভাবি রণস্থল
চিত্রে কভু ; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার,
কত আশা, কত ভয়, হতেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;
অকস্মাৎ চারিদিগে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি ; বাজিল গগণে
কোমল-কুসুম-বাদ্য;—সঙ্গীত তরল ;
সহস্র ভাস্কর তেজে গগণপ্রাঙ্গন
ভাতিল উপরে ; নিম্নে হাসিল ভূতল ;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগণ,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর!
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে;
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলিছে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেষ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয়-শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অৰ্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর—
চির-প্রসন্নতা-ময়, প্রীতিপরাবার।
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিম্বা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয়-শারদ-শশী সে মুখ-সুষমা;
বিশ্ববিমোহিনী আহা! অতুলিত ভবে!

বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে লালাট-রত্ন, সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,

যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—'কিভয় বাছনি'—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠ ধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধাপান ;
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের ; বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে ; বাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,——'কি ভয় বাছনি!'
"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি সুভাগিনী
লক্ষ্মীকূললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি !
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী

বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী ; ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোত ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।"

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন ;
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমায়ে, বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি।
এই হতে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর ;
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন ভূপতি
উজলিবে দশদিগ, দেশ দেশান্তর ;
তাঁর পুত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।"

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর,
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়

করিবেনা রক্তপাত ; দ্বিতীয় 'বাবার'
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন ;
কিম্বা অতিক্রমী দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর ,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়,
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।"

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি বাছা করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে ;
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগণ উপরে,
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার ;
তেমতি এশক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাসি তত হবে হতবল।"

৪২

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার ;
হইওনা চমৎকৃত, ভেবোনা বিস্ময় ;
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিগে তব ইচ্ছা হয়,
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি ভূমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি, ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য হইবে স্থাপন।
বিধির মন্দির হতে আনিয়াছি আমি,
ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি।"

৪৩

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধ শিরে পরশে গগণ ;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেণিল সাগর,
—ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি তদুপর—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে ;

অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধোপরে।”

৪৪

“বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল ;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন ;
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র, ব্রিটন অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় ?”

৪৫

“ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবি রাজধানী ;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজ হর্ম্মে, দৃঢ় দুর্গে, গ্যাসের মালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে

ব্রিটিস পতাকা ; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিস রাজ্য করিবে স্থাপন।"

৪৬

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে ;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায় ;
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত উন্নত ;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে ;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি,—ভারতঈশ্বর।"

৪৭

"শতেক বৎসর রাজ্যবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল ;

কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল,
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত ;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত ;
বিক্রমে শার্দ্দূল, মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান, একই নির্ঝরে।”

৪৮

“ধর, বৎস ! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত ; ব্রিটিসের রাজ্য নিদর্শন ;
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিস শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয় ;
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কতরাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার অশি, রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে, বিধাতার করে।”

৪৯

“যবনের অত্যাচার সহিতে নাপারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী,—চিরপরাধীন—

লয়েছে আশ্রয় তব ; দমি অত্যাচারী,—
যেই ধূমকেতু বঙ্গ আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,—
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন ;
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে,
উদিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিস তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।"

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর ;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস ! অতি ভয়ঙ্কর !
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায় ,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষমণ্ডলে,
সম ভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা ; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায় ! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল ;
অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিল তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন, মেলিল নয়ন,
নাহি সে আলোক রাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোক-মণ্ডিত সেই রমণীরতন ;—
মধ্যাহ্ন-কিরণ মাঝে, রবি অধিষ্ঠান !
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধা না হয় বর্ষণ,
আর সেই মানচিত্র নাদেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ ;

অথবা থাকিবে কেন, থাকিলে কি আর,
ভারতে উঠিত আজি এই হাহাকার ?

৫৩

"সেনাপতি ! ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া,
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল জনৈক সৈন্য ; চমকি উঠিয়া
ছুটিল ক্লাইব বেগে, নাহি বাহ্যজ্ঞান
কোথায় পড়িছে পদ, শূন্যে কি ধরায় ;
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণী সনে ; দৈববাণী প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গর্ণনার স্থল" ।

৫৪

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল ;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছসিত,
অমনি ব্রিটিস বাদ্য বাজিয়া উঠিল ;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল ;

আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙিল গড়িল ;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

গীত।

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে 'ব্রিটনিয়া' আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী ব্রিটিসজননী ;
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ব্রিটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে ব্রিটনচরণ ;
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় !"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন ;

আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
নবআবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশ,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়"।

৩

সম্পদ সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার;
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈষা ত্রাণকারি।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অদ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়"?

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিসতনয় ?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয় ;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে ; চল রণে তবে ;
হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়" ।

৫

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান ,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয় ;
কিছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয় ;

গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়"।

তৃতীয় সর্গ।

পলাশি ক্ষেত্র।

১

এই কি পলাশি ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গন ?
যেই খানে কি বলিব ?—বলিব কেমনে ?
স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে ;
যেই খানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা ! পলাশির রণে ;
যেই খানে চিররুচি স্বাধীনতা-ধন,
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ;
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি সজল নয়নে
গাবে সে দুঃখের কথা ; তবে হে, কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল,——যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুতবরণী বামা ; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,

ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;—
পশি সশঙ্কিতে সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
নাবহে নিশ্বাস যেন অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে।

৩

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ-অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি,—উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড় ;
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়,
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি,
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয় ;
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?
নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা
কি বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা ?

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;

আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া অচল,
বহিতেছে ধীর গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ;
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা আহা! দেখ একবার;
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ,
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

৫

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে বিমোহিত করিয়া শ্রবণ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে সপ্তস্বর, ব্যাপিছে গগণ;
পুরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নাচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী;
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলীপ্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

৬

পলাশি প্রান্তরে নৈশ গগণ ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয়সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন ?
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

৭

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ ;
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে,
নব অধীনতা বঙ্গে করিতে স্থাপন।
ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! ধিক্ উমিচাঁদ !
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখে সমরে করি নবাবে নিধন,

ছিড়িলে দাসত্বপাশ ; তবে কি কখন,
হতো তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন ?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায় দুর্ল্লভ দুর্ব্বল,
বাঙালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক,
ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল্,
তোর পাপে বাঙালির ঘটিবে নরক ;
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার !
নন্দকুমারের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, কি বলিব আর
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান ;
প্রতিদিন বাঙালির শত মনস্তাপ
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত সাপ।

৯

সঙ্গীততরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে ?
সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্য্যামী বিনে কেবা জানে ?
কিম্বা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?

অথবা অঙ্গনাঅঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া ;
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী করহ সন্ধান।

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান ;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ ;
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে ;
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।

১১

কে তুমি গো, একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি,——হানিয়া খড়গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে ;

কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি, রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী ;
উঠিল রমণী-কণ্ঠ ছুঁইল গগন,
"গুড়ুম্" করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি ;
"একি গো" ? কিছু না, স্থধু মেঘের গর্জ্জন;
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন।

১২

পুনঃ ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার,
বেহালার, পিককণ্ঠে, হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার ;
যন্ত্রের নিনাদে অই গলা মিসাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার ?
তা নয়, গায়িকা ওই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে, ক্ষীণকণ্ঠ কোকিলা কি ছার !
এক কুহুস্বরে করে সতত চিৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার।

১৩

স্থধু কলকণ্ঠ নহে দেখ একবার
মরি, কি প্রতিমাখানি !—অনঙ্গরূপিণী !—

নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্তরাগিণী ;
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !

১৪

অর্থহীন ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী,
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ ;
হেন রূপসার স্বর সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ,—আছে কোন নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত ?
যদি থাকে তবে চিত্ত নরকসমান,
হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে ;—রসের প্রধান !
পাঠক ! বারেক শুন অনন্যশ্রবণে
প্রণয়বিষাদগীত বামার বদনে।

গীত।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতলজলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ গগনে উঠিয়া
প্রভাত-কোকিলা যেন পঞ্চমে কুহরে।

ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে ;
এই বোধ হয় নব-প্রণয়-সঞ্চারে
হইল বামার আহা ! সলজ্জ বদন ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর-ভাণ্ডারে,—
প্রণয়-কুসুম হলো বিকচ এখন ;
আবার এখন দেখ নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে।

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হলো উদ্দীপন,
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু ; মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন ;
মুছাইতে অশ্রু কর করিল বিস্তার,
"ধ্রুম্" কোরে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার।

১৮

আবার সে শব্দভেদি সঙ্গীততরঙ্গ
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি ;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে লুকাল অনঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ে ভূমে দিল গড়া গড়ি ;
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে কাঁপিল অবনী ;
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি ;
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতে ছিল, মলিন এখন।

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল ;
ভেসেছিল যেই চিন্তা নারীঅশ্রুজলে,
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল ;
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে ;
যতেক রমণীগণ বসে মনোদুঃখে,
মাথে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে ;

ক্ষণেক নীরবে ভ্রমি যবন রাজন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার করি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ারপ্রায়,
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ, ঝরিল ধরায়
একটী অশ্রুর বিন্দু; একটী নিশ্বাস
বহিল; চলিল নৈশ সমীরণ ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ;
কিম্বা রাজহিংসা বিষ মাখি কলেবরে;
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল-ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল;

মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি?"—এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হলো কণ্ঠ শোক-সলিলেতে।

২২

"কেন আজি মন মম এত উচাটন?
বোধহয় বিষে মাখা সকল সংসার!
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হতো যাহার বদন,
তার কেন আজি হলো সজল লোচন?"

২৩

"শত্রুর শিবির পানেফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক কাছে, নাজানি কেমন
নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার অনুতাপে জ্বলে উঠে মন;

মনে করি হলো মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার।"

২৪

"দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটী পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন,
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
সিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারম্বার ?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয় স্থল।"

২৫

"এই বঙ্গরাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারা দিন হায়

ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয়;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এখন?
আকাশ পাতাল ভাবি বিষণ্ণ অন্তরে,
রে বিধাতঃ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়!
এই ভাবনায় কিগো চিন্তাকুল মন?
নিতান্ত যদ্যপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন?
আমি ত সমরক্ষেত্রে প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না, বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে, বধিবে পরাণে?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।"

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যত কথা
ভাবিতেছে এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে ?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা, ভাবি কর্ম্মফলে ?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী,
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে , চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দহি অন্তস্তল ;
সকলি আমোদে মত্ত নাহি কোন ভয়,
কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয় !"

২৮

"অথবা কি ভয়মেঘে হৃদয়গগন,
আবরিবে তাহাদের ? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন ?
মৃত্যু ? মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয় ;
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান
মরিয়াছে শত শত, তবে কোন্ ভয় ?
দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান।

আমাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে তাদের সৃষ্টি—এই পৃথিবীতে।”

২৯

“যা হবে আমার হবে তাদের কি ভয়?
ভাঙ্গে যেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু পর্ণ দরিদ্রকুটির?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র তরু যত?
হায় রে তেমতি এই আসন্ন সমরে,
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত;
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে?
এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।”

৩০

“কিম্বা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপদিষ্ট, কে বলিতে পারে?
তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলাতে আমারে?
হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিম্বা বধিবে পরাণে,

তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার ।”

৩১

“নিশ্চয় বিদ্রোহী তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সৈন্য মম সম্মুখে সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জনে
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিম্বা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জনে
পাখার বাতাস বলে চাহে বিমুখিতে ?
না জানি কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর ।”

৩২

“আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার ;
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,
রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া ;

কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্যআধার ?
কথায় স্বপক্ষ হয় কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই, কি করি উপায়,
বিশ্বাসঘাতকী হায় ডুবালে আমায় !”

৩৩

“ যদি কোনমতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর,
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান ;
বধিব সবংশে ; আগে যত রমণীর
বিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে,
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান
কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহতৃষা করিবে নির্ব্বাণ ;
পরে তাহাদের পালা,—প্রথম নয়ন—
ও কি ?— কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ।”

৩৪

“ ভাবিল আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত ; লুকাইল শিবিরকোণায়,

যখন জানিল নহে শমনের চর,
নিজ অনুচর মাত্র; বটপত্রপ্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে মাথে হাত দিয়া;
চিন্তিল অনেকক্ষণ;—"করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে আর, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে লিখিতে বসিল,
লিখিতে লাগিল পত্র,— চলিল লেখনী;
আবার কি চিন্তা মনে উদয় হইল,
অর্দ্ধপত্রে, স্তব্ধ কর থামিল অমনি;
"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—এমন সময়ে
কানাতে মানবছায়া হইল পতন;
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে
লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার!

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল আর চরণ না চলে,
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে;
তেমতি এ অভাগার বোধ হলো মনে,
পৃথিবী চরণতলে, যেতেছে সরিয়া,
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় কাটিয়া;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে,
বহুক্ষণ এইভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

"না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড তরবারি,
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন ভিক্ষা; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া" ভাবিয়া অন্তরে
মন্ত্রীর শিবির পানে উন্মাদ আকার
—বিস্তৃত নয়নদ্বয় কম্প কলেবরে—

ছুটিল ; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা সৃজিল আঁধারে।

৩৮

"অবিশ্বাসী!—আততায়ী! বধিল জীবন।"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে বসিল ভূতলে ;
অমনি বিদ্যুৎ-বেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণী-ভুজ-মৃণালযুগলে ;
শিবিরের এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্ক উপরে,
বসিয়া রমণী এক প্রথম হইতে,
নবাবের ভাব দেখি বিষণ্ণ অন্তরে
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;
নবাবে ছুটিতে দেখি উন্মাদ আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ-অঙ্গ পরশিতে,
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে ;
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া।
রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,—

নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল ;
"একি নাথ !" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী ,
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন—
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন !"

৪০

নিদাঘনিশীর শেষে নীরব অবনী ;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল গগন ;
দুই এক তারা হয়ে মলিন অমনি,
জ্বলিতেছে শিবিরের আলোর মতন ;
ভবিষ্যত ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী,
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে ; পলাশি প্রাঙ্গন
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি, চিত্তবিদারিণী ;
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ ;
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন,
কি বলিল সিহরিল সভয়ে যবন।

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন !"
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হলো কলেবর ;
নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ,
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।

অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর,
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন,
ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন।

" রাজ্যলোভে মুগ্ধ হয়ে অরে দুরাচার
অকালে আমারে, দুষ্ট, করিল নিধন !
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন ! "

দ্বিতীয় স্বপ্ন।

" সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী ;
হরি মম রাজ্য ধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী ;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্ ! "

তৃতীয় স্বপ্ন।

" আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবনতরি কালি তোর রণে !

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন।

"আমি পূর্ণগর্ভবতী নবীনা যুবতী,
এই দেখ গর্ভ মম করিয়া বিদার,
দেখেছিলি সুত মম, ওরে দুষ্টমতি!
কালি রণে পাবি তুই প্রতিফল তার!"

পঞ্চম স্বপ্ন।

"আমি সে হোসন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন!
যারে তুই নিজহস্তে করিলি নিপাত;
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেইখানে করেছিলি মম রক্তপাত;
নিদ্রা যাও আজি পাপী জন্মের মতন,
অনন্ত নিদ্রায় শীঘ্র মুদিবে নয়ন!"

৪৪

ষষ্ঠ স্বপ্ন।

"পূরাইতে পাপ আশা, বালিকা বয়সে
বলেতে আমারে পাপী করি আলিঙ্গন,
বধিলি জীবন মম বিবাহ-দিবসে;
হারাইবি সেই পাপে প্রাণ, রাজ্য, ধন!"

সপ্তম স্বপ্ন।

"রে পাপিষ্ঠ! অন্ধকূপে যম-যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতারক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন;
দেখিবি, দেখিবি, পাপী! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা মলেও তেমন।"

৪৫

তামসী-রজনী-শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজতরেখা ভাসিল এখনি,
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ আহা! ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ যেন নিশামণি;
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশিপ্রাঙ্গন,
বৃক্ষ-অন্তরাল হতে, নীরব দেখিয়া।
কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হবে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী ; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ-চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কত শত মুক্তাবলী শ্যাম দুর্ব্বাদলে ;
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে ;
নীরবে শিবিরশ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবলবালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধুতীরে ;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।

৪৭

জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসনচ্যুত আজি পলাশিপ্রাঙ্গনে ;
মানব-নয়ন-রাজ্য নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গণে ;
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম-পরশনে,
করে যদি নিমীলিত কাহারো নয়ন ;
প্রহরীর পদশব্দে, পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেই ক্ষণ ;

ভয়,—মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি—
ভীষ্মশরশয্যা আজি করেছে পলাশি।

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাবশিবির,
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে;
কেবল জ্বলিছে দীপ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদবিন্দু উৎকট স্বপন;
পর্য্যঙ্ক-উপরে বসে বিষাদিত মনে,
পূর্ব্বপরিচিত সেই রমণীরতন;
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল,
নীরবে বসিয়া বামা মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনতবদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ-পানে;
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা-উপাধানে;
এক ভূজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ বদনমণ্ডল;

থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল;
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ উরু-উপাধানে—
কেঁদেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্তে পতি নরপতি পানে;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
কেঁদেছিল যেই অশ্রু; এই রজনীতে
কাঁদিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী;
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন—এই অশ্রু তরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এ দিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী;
অনিশ্চিত ভবিষ্যত মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি।

"এত অল্প সেনা লয়ে" ভাবিছে "কেমনে
পরাজিব অগণিত নবাবের দল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল ;
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি এক জন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।"

৫২

"একেত সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন,
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায় ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন ;
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া,
অনিচ্ছায় তরবারী লইয়াছে করে,
কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনীবৃন্দ কাটিব সমরে ?
ফিরে যাই নাই কায বিষম সাহসে,
স্বইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্রমুখে পশে ?"

৫৩

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
বৎসরের পথে বল যাইব কেমনে ?

ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে,
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীয়ন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে ;
কি কায পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।"

৫৪

"আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন ;
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন ;
শ্বেতদ্বীপ ! যদি রণে ফিরিব আবার,
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার !"

৫৫

স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্রে চিত্ত হলো আকর্ষিত ;
ব্রিটিস যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময়, মধুর সঙ্গীত ;——

সঙ্গীত।

১

প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !
কি বলিয়া প্রিয়তমে হইব বিদায় ;
বচন না সরে মুখে,
হৃদয় বিদরে দুঃখে,
উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে প্রেম পারাবার ;
অনন্তলহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ,
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারম্বার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !”

২

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হতে সীমান্তরে,
হাসে সিন্ধু সেই করে;
রজত-চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার;
তেমতি যদি ও তুমি ইংলণ্ডে উদিত,
প্রিয়ে তব রূপরাজি,
ভারতে ভাসিছে আজি,
ভাসিতেছে প্রিয়তমে! চিত্তে অভাগার;
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!"

৩

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা তরী আরোহিয়া,
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয় ইন্দু,
আসিয়াছে দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার;
সেই দিন প্রিয়তমে! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে,

পড়ি মনে উছলিছে প্রেম পারাবার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!"

৪

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে,
বলেছিলে—'প্রিয়তম!
পরাতে গলায় মম,
আনিবেনা গোলকণ্ডা হীরকের হার?'
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়
রেখে মম বামকর,
বলেছিলে,—'প্রাণেশ্বর!
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর
প্রিয়ে, কেরোলাইনা তোমার!'

৫

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা তোমার!
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার,
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল নাহত যদি,
গাঁথিতাম সেই হার তব উপহার;
কিছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার!

প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে!
তব প্রেম বিনে মূল্য হতো না তাহার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!"

৬

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী;
এইমাত্র সুধাকর,
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার;
হায়! এ বিষাদদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,
তব রূপ নিরুপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার?
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!"

৭

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
কিম্বা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায়!—
কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,

সেইরূপ—এই আশা—হইবে আঁধার ;
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি,
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব প্রণয়ভরে,
জন্মের মতন আহা—ডাকি একবার,—
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !"

৮

" প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !
যায় নিশি,—এই নিশি—প্রেয়সি, আবার ;
পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার ?
জীবনের শেষ দিবা হয় ত প্রভাত
হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নিশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না,—ডাকিবে না আর,—
প্রিয়ে; কেরোলাইনা আমার !"

——০০——

নীরবিল যুবা,—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তালে লয়;
সেই তাল ক্লাইবের পশিল শ্রবণে;
ঝরিল একটী অশ্রু, দ্রবিল হৃদয়;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
প্রিয়তমে মেস্কেলিন্!—জনমের মত!

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

—০—

যুদ্ধ।

১

পোহাইল বিভাবরী পলাশি প্রাঙ্গনে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভাবে ধীরে দিনমণি ;
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার ;
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি ; নীরব সকল ;
রণক্ষেত্রে একেবারে না বহে বাতাস ;
একটী পল্লব নাহি করে টলমল ;
একটী যোদ্ধার আর নাহি বহে শ্বাস ;